SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রসেনজিৎ খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ ,
বীরভূম মহাবিদ্যালয়

ORCID-
https://orcid.org/0009-0009-6139-0392
e-mail -prasenjit.khan1988@gmail.com
Received Date- 08.12.2025
Selection Date – 20.01.2026
Page- 130- 136

Keywords
সাধনচতুষ্টয়,
কার্যকর,
তত্ত্বমসি,
শিবজ্ঞানে জীবসেবা,
অক্ষর।

Abstract-

Vivekananda used the term "Practical Vedanta" in at least four different ways. He particularly focused on the idea of living life according to Vedanta. In this context, he explained what one must know, understand, and achieve to lead such a life. This article aims to provide a brief overview of his discussion. First, the main idea and ultimate goal of Vedanta is realizing the non-dual Self. To achieve this, a true seeker is a renunciate who has practiced the disciplines of śravaṇa (listening), manana (reflection), and nididhyāsana (deep meditation), along with the four spiritual qualifications (sādhana-catuṣṭaya). The niṣkāma karma-yoga (desireless action) discussed in the Bhagavad Gītā is also a form of Practical Vedanta. Second, emphasizing the discipline-focused aspect of Vedanta philosophy, Vivekananda pointed out that realizing the supreme truth of Brahman is impossible without the spiritual practices defined by Vedanta. Third, Vivekananda also meant "practical" as something that can be learned through consistent practice and habit. Fourth, the highest meaning of Practical Vedanta involves serving Śiva through living beings (jīve jñāne śiva sevā). The Upaniṣads, the Bhagavad Gītā, and the Śrīmad Bhāgavata all support and justify this kind of service.

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Main Discussion

বেদান্ত দর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শন সমূহের অন্যতম। বেদের অন্তকে বেদান্ত বলে। এখানে 'অন্ত' শব্দের অর্থ বেদেরসার। বেদান্ত বলতে উপনিষৎকেই বোঝায়। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক শাস্ত্র এই দুই অর্থে উপনিষৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে বলেছেন— "বেদান্তো নামো উপনিষৎ প্রমাণম্ তদুপকারিনী শারীরক সূত্রাদীনি চ।"[১] অর্থাৎ বেদান্ত বলতে বোঝায় উপনিষৎ যার প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের সহায়ক গ্রন্থ যেমন 'শারীরক সূত্র' গীতাভাষ্য প্রভৃতি। বেদান্ত প্রস্থান ত্রয়ী নামেও পরিচিত। বেদান্তের তিনটি প্রস্থান হল— শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। উপনিষৎ হল বেদান্ত দর্শনের শ্রুতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বেদান্ত দর্শনের স্মৃতিপ্রস্থান, 'ব্রহ্মসূত্র' ও তার টীকা অনুটীকা প্রভৃতিকে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান বলে।

বিবেকানন্দ নিজের ত্যাগ ও সন্ন্যাস জীবনকে সুদৃঢ় ও সার্থক করার জন্য এবং দার্শনিক চিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভারতের তথা জগতের মানবগণের অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্বকে এবং চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবেদান্ত সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, অদ্বৈতবেদান্তই সর্বাপেক্ষা অধিক বলপদ, সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত। বর্তমান নিবন্ধে বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বিষয়ে অভিমত আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকল।

বিবেকানন্দের 'প্র্যাকটিক্যাল' বেদান্ত বা কর্মজীবনে বেদান্ত বা প্রয়োগাত্মক বেদান্ত একটি প্রসিদ্ধ বহু আলোচিত বিষয়। Practical কথাটির আভিধানিক অর্থ দুটি— (১) প্রয়োগাত্মক বা ক্রিয়াত্মক (২) Feasible - প্রযত্নসাধ্য অর্থাৎ অসম্ভব নয়। বিবেকানন্দ অবশ্য এই উভয় অর্থে গ্রহণ করে নানাভাবে তার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।[২]

স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাষণ ও বাণী রচনার বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্মে পরিণত বেদান্ত যে সম্ভব এবং অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমর্থনযোগ্য তা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দ চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত কথাটা ব্যবহার করেছেন।

প্রথমত : সর্বস্তরে কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মাত্মচিন্তা আবশ্যক। একথা সত্য যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সন্ন্যাসী বেদান্তের মুখ্য অধিকারী তবুও গৃহীরাও গৌণ অধিকারী। আচার্য শংকরও গৃহস্থের গৌণাধিকার স্বীকার করেছেন। শাস্ত্রেও এ কথার সমর্থন আছে। বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধব্যাপৃত ক্ষত্রিয় অর্জুনকে আত্মতত্ত্বাদি বেদান্তোপদেশের ঘটনার দ্বারা এটা বুঝতে হবে যে কর্ম ও ব্যবহারিক জীবনেও বেদান্তোপদেশের প্রয়োজন ও উপযোগিতা আছে। সর্বস্তরের মানুষই ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা উপকৃত হবে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বিবেকানন্দের ভাষায় যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর, টাকা তোমার কাছে আসবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে ইচ্ছা কর তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হবে। যদি তুমি মুক্তি লাভ করতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদকে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে, পরমানন্দরূপ নির্বাণ লাভ করবে।[৩] বিবেকানন্দ অন্যত্র বলেছেন— তবু লোকের মন হতে এ সংস্কার এখনও যায়নি যে উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের আরণ্যক জীবনের কথাই আছে। ...গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হয়েছে। তুমি যে কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত হবে। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হবে। এভাবে অন্যান্য সর্বত্র।[৪] বিবেকানন্দ দৃঢ় বিশ্বাস, এতদিন যে অদ্বৈতবাদ আধ্যাত্মিক জীবনে আটকে ছিল এখন কর্মজীবনে তার প্রয়োগ করার সময় এসেছে।

দ্বিতীয়ত : বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শনের সাধন অধ্যায়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন যে, বেদান্ত বলতে কেবলমাত্র তার চরম প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্বই বোঝায় না। বেদান্তের যে সাধন সম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান, এবং অন্যান্য তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য প্রভৃতি সে সবও বেদান্তের অন্তর্গত। একথায় বেদান্ত স্বীকৃত সাধনের অনুষ্ঠান ছাড়া চরম প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা দুরূহ এবং একপ্রকার অসম্ভব। এজন্য চাই ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থতা প্রেম প্রভৃতির অভ্যাস এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যার্সন প্রভৃতির অনুষ্ঠান। সুতরাং প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের দ্বিতীয় অর্থ - বেদান্তের সাধনের অনুষ্ঠান ও অভ্যাস করে এগুলিকে জীবনে পরিণত অর্থাৎ আয়ত্ত করা। সেজন্য বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন যে বেদান্তকে জীবনে পরিণত করতে না পারলে তা শুষ্ক বুদ্ধির ব্যায়ামে পরিণত হবে মাত্র।[৫]

তৃতীয়তা : বিবেকানন্দ চরমতত্ত্ব সম্বন্ধেই 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' কথাটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপেই করেছেন। তাতে 'কার্যকর' কথাটির অর্থ জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব। অদ্বৈতবেদান্ত আয়ত্ত করা অসম্ভব - এমন কোন তত্ত্ব বা আদর্শ উপস্থাপিত করেনি। ঐ তত্ত্বের উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সম্ভব। বিবেকানন্দের ভাষায়, 'শাস্ত্রনিষ্ঠা' কথাটির অর্থ যেমন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করে করা হয়, অর্থাৎ আমি যা বুঝি তাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয় 'কার্যকর' (practical) কথাটির অর্থও ঐরূপ করা হয়ে থাকে। আমি যা কাজে লাগাবার মতো বলে বোধ করি জগতে তাই একমাত্র কার্যকর। তোমার দেখতেছ, আমরা সকলে কেমন যা পছন্দ করি ও করতে পারি, শুধু সেই বিষয়েই এই 'কার্যকর' শব্দটি প্রয়োগ করে থাকি। এই হেতু আমি তোমাদেরকে বুঝতে বলি যে যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নয়, ইহা আদর্শ হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হোক না কেন ইহা কোন

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই 'আদর্শ' নামের উপযুক্ত। এককথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি' – 'তুমিই সেই ব্রহ্ম' - ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি।[৬] অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত হবার যোগ্য - এই একটি বিশেষ অর্থেও বিবেকানন্দ practical কথা ব্যবহার করেছিলেন।

চতুর্থত : প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ অর্থ শিবজ্ঞানে জীব সেবা। এটিই বোধ হয় সর্বোচ্চ ভাবের অভিনব অথচ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত অর্থ। যিনি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' - এই আত্মাই ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি' এই অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তার অবশ্যই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা সর্বভূতে আত্মদর্শন হয়ে সকলের প্রতি সেবা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'[৭] সর্বদা মানুষের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে-ঈশ্বরকে প্রেমপূর্বক সেবা করতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। এটিই বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে—

লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্ম যা ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব ভূতহিতে রতারঃ।।[৮] অর্থাৎ সংযতোন্দ্রিয় দ্বিধাহীন ঋষিরা সর্বভূতের হিতে রত থেকে ব্রহ্মা নির্বাণ লাভ করেন। ভাগবতেও বলা হয়েছেঃ সর্বভূতে অবস্থিত আত্মরূপ ঈশ্বরের সেবা না করে যাঁরা শুধু বিগ্রহের পূজা করেন, তাঁরা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন।

'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'র মন্ত্র বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন তাঁর তত্ত্ব দ্রষ্টা গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে। উপলব্ধ এই তত্ত্বটি স্বরচিত প্রসিদ্ধ কবিতায় অপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সাথে, এ সেবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর[৯]

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের যেমন একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ, তেমনি এটি অদ্বৈতজ্ঞান লাভের একটা প্রকৃষ্ট সাধন। একে অদ্বৈততত্ত্বের জীবনে প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

'কর্মজীবনে বেদান্ত' ভাষণে স্বামীজী বারে বারে গীতার উল্লেখ করে বলেছেন যে, গীতাই বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য। এই গীতাতে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, অভ্যাসযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মযোগ ভক্তিযোগ অভ্যাসযোগ বিশেষভাবে অনুষ্ঠানাত্মক বা ক্রিয়াসাপেক্ষ। সুতরাং এই দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গীতাকেই 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বা প্রয়োগাত্মক বেদান্ত' বলা যেতে পারে।

বিবেকানন্দ 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' বাক্যটি 'কার্যকর বেদান্ত', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ', 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা - এই সকল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেও কর্মজীবনে বা

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সামাজিক মানব জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ বা বেদান্তের আলোকে জীবনযাপন এই অর্থেই অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, আত্মবিশ্বাসরূপে আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হতো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগই দূরীভূত হতো। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র 'আমি'কে নিয়ে নয় কারণ বেদান্ত 'একাত্মবাদ' শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের মধ্যেই তুমি রয়েছে। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ" - এই আত্মার কথা প্রথমে শুনতে হবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর, তুমিই সেই আত্মা। ...আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনে ভীত হয়ে থাকে, কিন্তু যারা যথার্থই এই ভাব কার্যে পরিণত করতে চায় তাদের পক্ষে এটিই প্রথম শিক্ষা।[১০]

অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জীবনযাপন প্রসঙ্গে বা জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, বর্তমানকালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তা জানতেন, তারা বুঝতেন, দর্শন চিন্তাও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এই কারণেই পূর্ব পূর্ব দর্শনপ্রণালীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্যবিধান করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল।[১১]

মানুষের আসক্তিময় ক্ষুদ্র আমিত্ব বর্জন করে প্রকৃত আমিত্ব শুদ্ধ ব্যাপক আমিত্ব অর্জন বিষয়ে বলছেন, 'আর একপ্রকার নির্বুদ্ধিতা আছেঃ যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারিয়ে ফেলি তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশা-ভরসা থাকবে না। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে যারা একেবারে ভুলে গিয়েছেন তারাই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতকারী। আর নরনারী যত বেশি নিজেদের কথা ভাববে তত কম পরের উপকার করতে পারবে। দুটি ভাবের মধ্যে একটি নিঃস্বার্থতা, অন্যটি স্বার্থপরতা। এই যে ক্ষুদ্র আমির জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরেও এই ক্ষুদ্র 'আমি' - এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকবার ইচ্ছা, ইহা ধর্মের বিকৃতভাব হতে উৎপন্ন হয়েছে। ...এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝতে পারে 'নাহং নাহং তুঁহুঁ তুঁহুঁ – অহং নাশ ও প্রকৃত 'আমির বিকাশ'।[১২]

অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জীবনযাপন করতে হলে যা কিছু বুঝতে হবে, যা কিছু চিন্তা করতে হবে তার প্রধান অংশগুলি বিবেকানন্দের ভাষণ হতে আলোচিত হল। সুতরাং শাস্ত্র, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা কোন দিক হতেই বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত দুর্বোধ্য নয়, বরং অত্যন্ত কালোপযোগী রূপে বেদান্তের শাস্ত্রসম্মত রূপায়ণ। বেদান্তের চরম তাৎপর্য অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব হলেও বেদান্তে ঐ তত্ত্বের উপলব্ধির উপায় রূপে বহুপ্রকার শ্রবণ-মননাদি-সাধন, শমদমাদি-সাধন, শান্ডিল্যাদি বহুপ্রকার উপাসনা, এমনকি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপবাস প্রকৃতি অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে যা অভ্যাস সাপেক্ষ, অনুষ্ঠান সাপেক্ষ সুতরাং প্র্যাকটিক্যাল।[১৩]

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

মনে হয় প্রায়োগিক বেদান্তের ধারণা ও প্রেরণা বিবেকানন্দ কঠোপনিষদের একটি মন্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। মন্ত্রটি হল—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।[১৪]

অর্থাৎ এই অক্ষরই (ওঁকারই) ব্রহ্ম; এই অক্ষরই পরব্রহ্মস্বরূপ; এই অক্ষরকে জেনে যে যা ইচ্ছা করে, সে তাই লাভ করে। এই বাক্যটিকে বিবেকানন্দ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে পূর্বোক্ত এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সকল স্তরের মানুষই ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের উপাসনা করে ব্রহ্মস্বরূপে প্রণবের উপাসনা করে ব্রহ্মচিন্তা করে যা আকাঙ্ক্ষা করবে তাই লাভ করবে। এর অর্থ তারা স্বধর্মে ও স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে উন্নীত হবে, সৈনিক উৎকৃষ্টতর সৈনিক হবে, ধীবর উৎকৃষ্টতর ধীবর হবে।[১৫]

প্রয়োগাত্মক বেদান্তের এই সকল ধারনাগুলি বিবেকানন্দ উপনিষদের নানা বাক্য ও কাহিনি এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যাপৃত ক্ষত্রিয় অর্জুনের প্রতি ক্ষত্রিয় সারথি শ্রীকৃষ্ণের আত্মতত্ত্বোপদেশ হতে প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন।[১৬] তবে তাঁর অভিনবত্ব এই যে তিনি ইহার প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন এবং বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মতবাদ রূপ ইহাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ভগবদ্ গীতার মতো বিবেকানন্দের প্রয়োগাত্মক বেদান্তও সনাতন বেদান্তধর্মের সমাজ উপযোগী ও কালোপযোগী সার্থক ব্যাখ্যান।

References

তথ্যসূত্র :

১. বেদান্তসার, লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪২
২. বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃ. ১৪০
৩. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৫৮
৪. বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩৭
৫. বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃ. ১৪৫
৬. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২২
৭. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ২/১৩
৮. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫/২৫
৯. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৯
১০. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩১
১১. তদেব, পৃ. ২৭৮-৭৯

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

১২. তদেব, পৃ. ২৮৩-৮৫

১৩. বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১৪. কঠোপনিষদ, ১/২/১৬

১৫. বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩৭

১৬. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২২

গ্রন্থপঞ্জি :

১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ খণ্ড)।

২. ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০২১।

৩. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, বেদান্তসার, লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ২০১১।

৪. কঠোপনিষৎ, স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০২২।

৫. চক্রবর্তী, তপনকুমার, দর্শন সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২।

৬. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অনুবাদক – শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ইসকন, ২০২১।